"আমাদের লক্ষ্য
অবৈধ সংযোগ মুক্ত গ্যাস বিতরণ"

"জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার"

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)
প্রধান কার্যালয় : ১৩৭/এ, সিডিএ এভিনিউ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

"দেশ প্রেমের শপথ নিন-দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত গণশুনানীর কার্যবিবরণী

সভাপতি	: এম. এ. মাজেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক
তারিখ	: ১৫-০৩-২০২২
সময়	: সকাল ১১.০০টা
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-ক ও জুম প্ল্যাটফর্ম/রেকর্ডেড

১.০ আলোচনা :

১.১ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে গণশুনানীতে স্বশরীরে অংশগ্রহণকারী আবাসিক-বাণিজ্যিক-শিল্পসহ বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক, জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক প্রতিনিধি, গ্রাহক কল্যাণ পরিষদ, ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিগণ এবং জুম প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত/অংশগ্রহণকারী পেট্রোবাংলার পরিচালক (প্রশাসন), মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা কৌশল) ও NIS ফোকাল পয়েন্ট, পেট্রোবাংলা এ সভা কক্ষে উপস্থিত মহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ সকলকে সালাম ও স্বাগত জানান।

১.২ সভাপতি স্বাগত বক্তব্যে সকলকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের এ সময়ে কোম্পানির পক্ষ হতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এ দেশকে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এ দেশের সংবিধানে "মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে অন্যতম মূলনীতি ঘোষণা ও "অনুপার্জিত আয়"-কে সর্বতোভাবে বন্ধ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন। জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল সকল নাগরিকের জন্য সমান আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা। সেই মতাদর্শের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে দেশ থেকে ক্ষুধা, বেকারত্ব ও অশিক্ষা, বঞ্চনা ও দারিদ্রতা দূরিকরণের সুদুরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে টেকসই উন্নয়ন (SDGs)-২০৩০ ও "রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধপরিকর, এটি বাস্তবায়িত হলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা অর্জিত হবে।

তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরাধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র বহুমাত্রিক মাতামহী সুলভ শাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে। ইতোমধ্যে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়িত হয়েছে। জাতির এ অর্জনকে টিকিয়ে রাখতে এখন প্রয়োজন সুশাসন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি অপরিহার্য কৌশল হল সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতি মুক্ত রাখা এবং দেশে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা। তারই ধারাবাহিকতায় সরকারের নানাবিধ কৌশলগত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আজকের গণশুনানী। এটি কার্যকর করার জন্য সম্মানিত (Stakeholders)-দের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ এবং কোন অভিযোগ থাকলে উত্থাপন করার জন্য তিনি আহ্বান জানান, সাথে সাথে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, গণশুনানীর মাধ্যমে কোম্পানির কার্যক্রমে নাগরিক সেবা বৃদ্ধি পাবে এবং সকল কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

১.৩ জুম প্ল্যাটফর্মে পেট্রোবাংলার পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মো. আলতাফ হোসেন মহোদয় গণশুনানীতে সংযুক্ত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি শুরুতে বলেন এই ধরনের সভা আয়োজন করার জন্য কেজিডিসিএল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান এবং অংশগ্রহণকারী Stakeholder-দেরকে পেট্রোবাংলার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি গণশুনানী আয়োজনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন ভিশন ২০৪১ এর মধ্যে বাংলাদেশের যে সুখী সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ার প্রত্যয় সে লক্ষ্যে কাজ

করাই হচ্ছে মূখ্য উদ্দেশ্য। তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা APA প্রবর্তন করা হয়। তারই আলোকে আমাদের ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন করা দুরুহ হবে। সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা APA হচ্ছে অন্যতম। সরকারের যে মূল লক্ষ্য রয়েছে, তার মূল সহায়ক হচ্ছে মানুষের শুদ্ধাচার বা নৈতিকতা, আইনের শাসন, ন্যায় বিচার। এ বিষয় গুলো যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা APA বাস্তবায়ন সম্ভব না। তিনি আরো বলেন সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। শুদ্ধাচার শব্দটা যদি আমরা সাধারণভাবে বুঝি তার অর্থ হচ্ছে যে আচরণটা হবে শুদ্ধ/বিশুদ্ধ। অংশীজনদের সাথে আমাদের প্রতিশ্রুতি হবে তা যেন সুন্দর, নৈতিকতা সম্পন্ন, সততার মধ্যে হয়, কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকে। এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করার জন্য আজকের এই গণশুনানীর মত আয়োজন করাই প্রয়োজন। এই গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী এবং Stakeholder-দের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনে এবং পরস্পরের আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান হয়। আজকের গণশুনানীর সফলতা কামনা করছি এবং উপস্থিত গ্রাহক ও সাংবাদিকবৃন্দ তাদের কাছ হতে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করবো। গ্রহণ করে আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ হবো। তাছাড়াও তিনি এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ওপর গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি চট্টগ্রামের গ্রাহক তথা জনগণের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা প্রকাশ করেন এবং যারা আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং গ্রাহকবৃন্দদের আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১.৪ গণশুনানীতে স্বশরীরে উপস্থিত গ্রাহক পর্যায়ের Stakeholder-গণ তাঁদের সমস্যা ও চাহিদা সংক্রান্তে কতিপয় বিষয়সমূহ তুলে ধরেন :

- চট্টগ্রাম গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ গ্রাহক কল্যাণ পরিষদের সভাপতি জনাব নেছার আহমদ কেজিডিসিএল কর্তৃপক্ষকে তার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান। গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক স্থাপন করে শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেজিডিসিএল এর কর্মকর্তা ও কেজিডিসিএল এর সকলকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। চট্টগ্রাম একটি শিল্পনগরী বা বন্দরনগরী এখানে বড় বড় শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করতে এখানে এসে থাকেন। কিন্তু শিল্প ঠিকমত গ্যাস সংযোগ পাচ্ছে না। সব ধরনের অফিসিয়াল কার্যক্রম সম্পন্ন করার পরও তারা সংযোগ পায় না। তিনি আরো বলেন নাম পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের অনেক হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে, একটি নাম পরিবর্তন করার জন্য এক বছরেরও অধিক সময় অতিবাহিত করার পরও নাম পরিবর্তন করতে পারছে না। একইভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলে গ্রাহকরা সংযোগ বিচ্ছিন্ন পরবর্তী সব কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর সময়মত পুনসংযোগ পাচ্ছে না। কিছু কিছু গ্রাহক ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা মহাব্যবস্থাপক কাছে আসতে পারে না তারা তাদের অভিযোগ ম্যানেজার বা সহকারী ব্যবস্থাপক পর্যায়ে বলে যায় সে অভিযোগগুলোর তারা কোন সমাধান পায় না। চট্টগ্রামসহ সারা বাংলাদেশে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ আবাসিক সংযোগ পাচ্ছে না। আপনারা জানেন আবাসিক সংযোগের ক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টে একটি রিট করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল দাপ্তরিক কার্যসম্পন্ন করে গ্যাসে জন্য অপেক্ষমান আছেন তাদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের জন্য কেজিডিসিএল-এর মাধ্যমে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান। এতে চট্টগ্রামবাসী উপকৃত হবে। সভায় তিনি আরো বলেন কেজিডিসিএল অন্যান্য কোম্পানি থেকে সেরা বলেছেন কারণ এখানে শুদ্ধাচার মেনে সকল কার্যক্রম করে থাকে, কোন গ্যাস কারচুপি হয় না সেজন্য তিনি কেজিডিসিএলকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।
- কেজিডিসিএল ঠিকাদার ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ.কে.এম অলি উল্লাহ হক বলেন ২৫ হাজার গ্রাহক ৬ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও সংযোগ পাচ্ছে না। তাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। গ্রাহকরা বাসা ভাড়া দিতে পারছে এবং ব্যাংক ঋণ নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তিনি আরো বলেন চুলা বর্ধিতকরণ অনুমোদন বন্ধ হওয়ার পর কিছু কিছু গ্রাহক অবৈধভাবে কিছু চুলা বর্ধিত করার কারণে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। বিচ্ছিন্নের পর গ্যাস আইন অনুযায়ী সব বকেয়া পরিশোধ করার পরও পুনসংযোগ পায় না। নাম পরিবর্তন এর বিষয়ে কেজিডিসিএল এর সহযোগিতা কামনা করছেন।
- কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির সভাপতি জনাব মোহাম্মদ ইকরাম চৌধুরী বলেন গ্রাহকদের সেবার মান নিয়ে তারা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে দুই বার বৈঠক করেছেন। এতে মহোদয় তাদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেন এবং মহাব্যবস্থাপকবৃন্দদেরও তিনি বলেন আমাদের সমস্যাগুলো দেখার জন্য। তার প্রেক্ষিতে মহাব্যবস্থাপক (বিপণন দক্ষিণ) ঠিকাদারদের সমস্যা সমাধান করার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ অফিসের নির্দেশনা করেছেন। আবাসিক খাতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে যে সকল গ্রাহকদের তারা খুব মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছে। গ্যাস আইন ২০১৪ নীতিমালার ৭.৫.২-তে

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন দেওয়ার অনুমতির কথা উল্লেখ করা আছে। পুনসংযোগের জন্য ফাইল বোর্ডে উপস্থাপন না করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের মাধ্যমের সংযোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন হেডার পদ্ধতি, নাম পরিবর্তন এবং ২৫ হাজার গ্রাহকদের দুঃখ দুর্দশা দ্রুত পরিত্রাণ করার জন্য কেজিডিসিএল-এর প্রতি অনুরোধ জানান।

- মেসার্স মেমরী ফুড প্রোডাক্টস-এর ম্যানেজার জনাব এম এ কাশেম বলেন আমরা যেহেতু গ্রাহক, গ্রাহকরা অবশ্যই সেবা চায় নিয়মনীতির ভিত্তিতে আমাদের সেবাকে প্রাদান্য দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান।

- দি চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর জনাব অহীদ সিরাজ চৌধুরী স্বপন বলেন এ ধরনের আয়োজনকে তিনি ধন্যবাদ জানান। এ ধরনের আয়োজন গ্রাহক এবং আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব তৈরি হয়। স্বাধীনতার পরে এবং আগে এ সরকারের মত কর্মকান্ড পরিচালনা হয়েছে কিনা তার জানা নেই। সরকারের এ কর্মকান্ডগুলোকে মানুষের কাছে পৌঁছাতে যদি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সহায়তার হাত বাড়ায় তাহলে সরকারের যে উন্নয়নের ধারা তা অব্যাহত থাকবে। তিনি সভায় বলেন তারা ব্যবসা বাণিজ্য স্বাচ্ছন্দে করতে চায় যেহেতু কোভিড পরিস্থিতে অনেক কারখানা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তাদেরকে একটু সুযোগ দিয়ে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং অন্যান্য অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা করে। তিনি কেজিডিসিএল ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের কাছে আরো একটি অনুরোধ জানান যে গ্যাস সংক্রান্ত সব কর্মকান্ড যাতে চট্টগ্রামে বসে সম্পন্ন করা যায় তাহলে আমাদের সমস্যা সমাধান চট্টগ্রামে হবে। তিনি আরো একটি অনুরোধ জানিয়েছেন কোভিড পরিস্থিতির কারণে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ এ অবস্থায় যাতে গ্যাসে দাম বৃদ্ধি না করে সেজন্য কেজিডিসিএল-এর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

১.৫ অদ্যকার গণশুনানীতে গ্রাহক পর্যায়ের তথা সম্মানিত Stakeholders-দের বিভিন্ন দাবি, অভিযোগ বা আলোচনার প্রেক্ষিতে কেজিডিসিএল-এর পক্ষ জবাব প্রদান করেন, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও কেজিডিসিএল-এর নৈতিকতা কমিটির আহ্বায়ক জনাব মো. ফিরোজ খান, মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রকৌ. গৌতম কুন্ডু, মহাব্যবস্থাপক (বিপণন দক্ষিণ) প্রকৌ. মো. আমিনুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক (ফিন্যান্স) জনাব মো. মতিউর রহমান ও মহাব্যবস্থাপক (বিপণন উত্তর) প্রকৌ. মো. শফিউল আজম খান।

১.৬ অদ্যকার অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে গণশুনানীতে জুম প্ল্যাটফর্মে পেট্রোবাংলার মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা কৌশল) ও NIS ফোকাল পয়েন্ট প্রকৌশলী বিশ্বজিৎ সাহা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় অংশগ্রহণকারী Stakeholder-দেরকে তিনি পেট্রোবাংলার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি অংশগ্রহণকারীদের আলোচিত বিষয়সমূহ তথা উত্থাপিত সমস্যাদি কেজিডিসিএল-এর পক্ষ হতে সমাধানের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন ও Stakeholder-দের মতামতে উঠে আসা সমস্যাদি বিধি-বিধানের আলোকে সমাধানেরও ইতিবাচক আশ্বাস প্রদান করা হয়। সেবা গ্রহীতাদের সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং কাঙ্খিত সেবা দ্রুত ও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কেজিডিসিএল কর্মকর্তাদের প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়। যে অভিযোগগুলো কোম্পানির মাধ্যমে সংশোধন করা যায় তা অতিদ্রুত করা, তাছাড়া অভিযোগের মধ্যে কিছু বিষয় আছে যে গুলো সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু করার থাকে না সেগুলো অবশ্যই সরকারি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে করা হবে মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন, ২০০৬ সালে গ্যাস সংকটের কারণে বিভিন্ন পাওয়ার প্ল্যান্ট, বিভিন্ন কারখানার উৎপাদন বন্ধ ছিলো তা LNG আমদানির এর মাধ্যমে নিরসন করা হয়েছে। যেহেতু প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের মাধ্যমে গ্যাস চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে সেহেতু আমদানি ব্যয়ের যোগান নিশ্চিত করার জন্য বকেয়া গ্যাস বিল দ্রুত পরিশোধের বিষয়ে তিনি সম্মানিত Stakeholder-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২.০ <u>সিদ্ধান্ত</u> :

২.১ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিদ্ধান্ত এবং পেট্রোবাংলার দিক নির্দেশনা মোতাবেক চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

২.২ বকেয়া গ্যাস বিল আদায় কার্যক্রম জোরদার করা হবে এবং অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে বকেয়া বিলের ৮০% আদায় অবশ্যই করতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রাহক তথা সম্মানিত Stakeholder-গণ কর্তৃক আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।

২.৩ আমদানিকৃত এলএনজি ব্যয়বহুল, এর দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার/অপচয়রোধের লক্ষ্যে কো-জেনারেশন ট্রাই-জেনারেশনের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হবে ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অবৈধ গ্যাস সংযোগ

বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং আবাসিক খাতে অপেক্ষমান আবেদনকারীদের বিষয়টি মহামান্য হাইকোর্টে রিট থাকায় এতদসংক্রান্তে আইনি নির্দেশনার আলোকে কেজিডিসিএল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২.৪ সরকার/পরিচালনা পর্ষদ ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনা মোতাবেক বিদ্যমান বিধি বিধানের আলোকে লোড বর্ধিতকরণ, স্থানান্তর ও নতুন গ্যাস সংযোগ অব্যাহত থাকবে। নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী কাগজপত্র/লাইসেন্স গ্রাহক/আবেদনকারী কর্তৃক যথাযথভাবে দাখিল করা হলে দ্রুততার সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

২.৫ বিদ্যমান গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ও গ্যাস আইনের বিধানাবলী এবং সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসরণক্রমে সেবা কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

২.৬ সেবা কার্যক্রমের বিষয়ে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের মাধ্যমে/যথাযথ প্রক্রিয়ায় দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরিশেষে, অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অদ্যকার গণশুনানীতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এতদসংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন, পাশাপাশি বকেয়া গ্যাস সময়মত পরিশোধ করা এবং সরকারের উচ্চ মূল্যে ক্রয় করা LNG সাশ্রয়ী ব্যবহার করার জন্য Stakeholders-দের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানান। এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট কোম্পানির প্রাপ্য বকেয়া পরিশোধের অনুরোধ জানান। আর কোন প্রস্তাব/আলোচনা না থাকায় অংশগ্রহণকারী সকলকে উপস্থিত/সংযুক্ত হয়ে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করায় কেজিডিসিএল এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২০/০৬/২০২২

(এম. এ. মাজেদ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক